দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ০৪/০২/২০২১ (পৃঃ ০৩)

খাদ্য নিরাপত্তা ও নীতি গবেষণা

দক্ষিণ এশিয়ায় ফের শীর্ষে ব্রি

গাজীপুর প্রতিনিধি

খাদ্য নিরাপত্তা ও এ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন নিয়ে গবেষণাকারী দক্ষিণ এশিয়ার গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শীর্ষ অবস্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। গত বছরও ব্রি একই ক্যাটাগরিতে শীর্ষ স্থানে ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লডার ইনস্টিটিউট পরিচালিত গ্লোবাল থিংক ট্যাংকস জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে।

সারা বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে এমন ৬৮টি গবেষণা ও নীতি প্রণয়ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিচালিত এই জরিপে ব্রি দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে এবং সারা বিশ্বে ১৬তম অবস্থানে রয়েছে। একই তালিকায় ভারতের ইন্টারন্যাশনাল ক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর সেমি এরিড ট্রপিক (আইসিআরআইএসএটি) ২৯তম, বাংলাদেশের সিপিডি ৩৫তম এবং ফিলিপাইনের আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) ২৯তম স্থানে রয়েছে। গত ২৮ জানুয়ারি পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের থিংক ট্যাংকস অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি প্রোগ্রাম (টিটিসিএসপি) এ গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সিনিয়র কমিউনিকেশন অফিসার এম আবদুল মোমিন গতকাল বুধবার দেশ রূপান্তরকে এসব তথ্য জানান। তিনি আরও জানান, পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লডার ইনস্টিটিউটের থিংক ট্যাংকস এবং সিভিল সোসাইটি প্রোগ্রাম (টিটিসিএসপি) বিশ্বব্যাপী সরকার এবং নাগরিক নীতিমালা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে। ২০০৬ সালে সূচকটি চালু হওয়ার পরে গ্লোবাল থিংক ট্যাংকস সূচক বা জিজিটিটিআইয়ের ১৫তম গবেষণা প্রতিবেদন এটি। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বজুড়ে ১ হাজার ৭৯৬টিরও বেশি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, অ্যাকাডেমিয়া, সরকারি ও বেসরকারি দাতাপ্রতিষ্ঠান এবং বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে এ গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ব্রিসহ ৪৬টি থিংক ট্যাংক রয়েছে, যারা খাদ্য ও এ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন নিয়ে কাজ করে। জিজিটিটিআই ইনডেক্সে ২০২০ সালে ১৮টি ক্যাটাগরিতে বিশ্বব্যাপী ১৭৪টি প্রতিষ্ঠানকে শীর্ষস্থানীয় থিংক ট্যাংকস হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ব্রি ৬৮টি খাদ্য সুরক্ষা ও নীতি গবেষণা সংস্থার মধ্যে ১৬তম অবস্থানে উঠে এসেছে।

দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ০৪/০২/২০২১ (পৃঃ ০১)

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পাঁচ দশকের অর্জন ও সাফল্য

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)

ব্রি ধান৮৭

১৯৭০ সালের ১ অক্টোবর প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত বিগত পাঁচ দশকে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও জাতীয় অগ্রগতিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এ অবদানের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হচ্ছে–

- সাতটি হাইব্রিডসহ ১০৫টি উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন। এসব জাতের ফলন সনাতন জাতের চেয়ে তিনগুণ বেশি।
- ব্রির এসব উদ্ভাবনের মধ্যে রয়েছে লবণাক্ততা সহনশীল ১২টি, আকস্মিক বন্যা মোকাবিলার দুটি, অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা এলাকার উপযোগী তিনটি, খরা সহনশীল তিনটি, স্বল্প জীবনকালের আগাম জাত ছয়টি, জিঙ্ক সমৃদ্ধ পাঁচটি, সর্বাধিক ফলনের পাঁচটি এবং সুগন্ধি ও রপ্তানি উপযোগী ৯টি জাত।
- আধুনিক ধান চাষের জন্য মাটি, পানি ও সার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ৫০টির বেশি উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- ৫১টি লাভজনক ধানভিত্তিক শস্যক্রম উদ্ভাবন।
- ৩৫টি কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।
- ধানের ৩২টি রোগ (১০টি প্রধান) ও ২৬৬টি ক্ষতিকর পোকা (২০টি প্রধান) শনাক্তকরণ এবং বালাই ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন।
- এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার কৃষি কর্মকর্তা ও কৃষককে বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৩৬৩টি বই-পত্র প্রকাশ।
- দেশ-বিদেশের প্রায় আট হাজার পাঁচশত ধানের জার্মপ্লাজম ব্রি জিন ব্যাংকে সংরক্ষণ।
- প্রতি বছর ব্রি থেকে প্রায় ১৫০ টনের অধিক ব্রিডার বীজ উৎপাদন করে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা হয় যা পরে বর্ধিত আকারে বীজ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সারাদেশের কৃষকের কাছে যায়।
- দেশে আবাদকৃত উফশী ধানের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ জমিতে ব্রি উদ্ভাবিত ধানের জাত চাষ করা হয় এবং এ থেকে পাওয়া যায় দেশের মোট ধান উৎপাদনের প্রায় ৯১ ভাগ।
- ধান গবেষণা ও সম্প্রসারণে প্রতি এক টাকা বিনিয়োগ থেকে ৪৬ টাকা মুনাফা অর্জন।
- ১৪টি দেশে ব্রি উদ্ভাবিত ২১টি জাতের ধান চাষ করা হচ্ছে।
- বিজ্ঞান ও কৃষি উন্নয়নে অবদানের জন্য ব্রি ও এর কয়েকজন বিজ্ঞানীর তিনবার স্বাধীনতা দিবস স্বর্ণপদক ও তিনবার প্রেসিডেন্ট স্বর্ণপদক, বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার, পরিবেশ পদক ২০০৯ এবং এমসিসিআই এওয়ার্ড ২০১৪ এবং ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড এওয়ার্ড ২০১৬, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক অ্যাগ্রো এওয়ার্ড ২০১৭ সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মোট ২২টি পুরস্কার লাভ করেছে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর

Bangladesh Rice Research Institute, Gazipur

Phone: 49272061, PABX: 88-02-49272005-14, Fax: 88-02-49272000

E-mail: dg@brri.gov.bd; Website: www.brri.gov.bd